গাংনীতে একটি ইটভাটাকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে একটি ইটভাটাকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন।

রোববার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার দোয়েল ব্রিকসে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ লঙ্ঘনের দায়ে দোয়েল ব্রিকসকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ রক্ষা ও আইন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত, আহত ২; মারা গেছে ৪ গরু

মেহেরপুরে বজ্রপাতে আব্দুর রশিদ (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় পৃথক স্থানে আরও দুইজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া মাঠে থাকা চারটি গরুরও মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) বিকেল ৫টার দিকে জেলার সদর ও গাংনী উপজেলার পৃথক এলাকায় বজ্রপাতের এসব ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রশিদ মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত আবদার আলীর ছেলে। আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডোবাপাড়া এলাকার মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলাম (৭০) এবং ভরাট দুর্লভপুর গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে খাদিজা খাতুন (১৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের

ভেদাগাড়ির মাঠে মরিচ গাছ লাগানোর কাজ করছিলেন কৃষক আব্দুর রশিদ। এ সময় হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডোবাপাড়ার চামড়ুখালি মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন রবিউল ইসলাম। বজ্রপাতের সময় তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই মারা যায় তার চারটি গরু। স্থানীয়রা জানান, গরুগুলো ছিল পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একসঙ্গে চারটি গরুর মৃত্যুতে পরিবারটি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

এ ছাড়া ভরাট দুর্লভপুর গ্রামে বাড়িতে থাকা অবস্থায় বজ্রপাতে আহত হয় কিশোরী খাদিজা খাতুন। পরে স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. তাসমারী খাতুন জানান, বজ্রপাতে আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এদিকে, হঠাৎ বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু ও গবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় এলাকায় শোক ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা ঝড়-বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে কাজ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

গাংনীতে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গ্রামে বাবলু মিয়ার মুদি দোকানের সামনে থেকে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকালে লাল টিপে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখে ও চিরকুট দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।

বাবলু মিয়া জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত রিয়াজুল মাস্টারের ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় বাবলু মিয়া তার দোকানের কাজকর্ম শেষ করে রবিবার রাতে বাড়িতে চলে যান। রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা কোন এক সময় বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায়।

পরে সকালে দোকান খোলার আগেই কিছু ব্যাক্তি বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে বাবলু মিয়াকে খবর দিলে পরে বাবলু মিয়াসহ স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। এর আগেও বাবলু মিয়া’কে ৪-৫ বার চিরকুট লিখে হত্যার হুমকিও দেয় দুর্বৃত্তরা।

গাংনী থানা ওসি তদন্ত আল মামুন জানান, জোড়পুকুরিয়া মধ্যপাড়ার বাবলু এর পরিত্যক্ত মুদি দোকানের সামনে চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাংনীতে বাড়ির সামনে থেকে বোমা সদৃশ বস্তু, কাফনের কাপড় ও হুমকি চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙা হাজী পাড়ার ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড় ও হুমকি ভরা চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজ রোববার সকাল নয়টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙা হাজিপাড়ার ছইমুদ্দিনের ছেলে ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

ইউসুফ আলী বলেন, প্রতিদিনের মতো আজ ভোরে বাড়ির প্রবেশ পথে বাড়ির মেয়ে ঝাড়ু দিতে গেলে একটি পলিথিন ও কাফনের কাপড়ের সাথে একটি চিরকুট বাধা অবস্থায় পড়ে আছে দেখে আমাকে বলে। তখন আমি

স্থানীয় মেম্বারকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ খবর দেই। তারপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে সেগুলো উদ্ধার করে এবং চিরকুটে যা লেখা ছিলো তা পড়ে শোনাই।

চিরকুটে লেখা ছিলো ” আসমুয়ালাকুম ইউসুফ তুমি সাবধান। তুই আর তোর ছোট সন্তান মৃত্যু জন্য পস্তত হও পাঁচলক্ষ টাকা রেডি কর “।

এঘটনার পর থেকে আমি আমার পরিবার ও প্রবেশিরা চরম আতঙ্কের মধ্যে আছি।

ভবানিপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) আব্দুল করিম বলেন, আমরা আজ সকালে ফোন কলের মাধ্যমে খবর পাই। হাড়াভাঙা হাজিপাড়ার ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথে পলিথিনে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু,কাপড়ের সাথে একটা চিরকুট বাধা অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ হেফাজতে নিয়েছি। এবং বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করতছে কে-বা কারা এঘটনার সাথে জড়িত তাদের খুঁজে বের করতে।

গাংনীতে ডা. রাজিব-সৈকত স্মৃতি প্রণোদনা বৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডা. রাজিব-সৈকত স্মৃতি প্রণোদনা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৬ মে) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক রফিকুর রশিদ রিজভী আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা পারভীন।

সহকারী শিক্ষক রকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ডা. রাজিব ও সৈকতের মা হাজেরা রশীদ, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, কাজীপুর ডিগ্রি

কলেজের প্রভাষক হাসান আলী এবং গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভী ও বিশেষ অতিথি হাজেরা রশীদ পঞ্চম শ্রেণির দুইজন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে বই, নগদ অর্থ ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক রফিকুর রশিদ রিজভী বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে এমন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নতুন প্রজন্মকে মানবিক ও শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আগামীতেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের প্রণোদনা ও বৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর সাব রেজিস্ট্রার ও উপজেলা ভূমি অফিসে চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের জানালার গ্রীলকেটে ঢুকে কাগজপত্র তছন ও চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত।

গতরাত আড়াইটার দিকে প্রায় ২০ মিনিট সময় নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত। যা অফিস দুটির সিসি ফুটেজ প্রমান করেছে। এই চুরির ঘটনায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অফিস দুটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এঘটনায় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ও তদন্ত অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও আলামত সংগ্রহ করেছেন।

উপজেলা সাবরেজিস্টার নাইমা ইসলাম জানান, সিসি ফুটেজে দেখা গেছে, জানালার গ্রীলের রডকেটে চোর রুমে প্রবেশ করে বিভিন্ন কক্ষের আলমিরার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণপূর্ণ ফাইলপত্র তছনছ করেছে। তবে,

কোনো কাগজপত্র বা ফাইল চুরি হয়েছে কিনা তা এখনো তদন্ত করা হচ্ছে। এসময় নাইটগার্ড বা রেকর্ডরুমসহ অন্যান্যরুমে তালাবদ্ধ ছিলনা কেনো এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি।

এদিকে একই সময় উপজেলা ভূমি অফিসের পেছনদিকের একটি জানালার রড কেটে পাল্লা ভেঙে প্রধান অফিস সহকারির রুমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র তছনছ করেছে।

তবে, অফিস দুটি থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা কাগজপত্র নিয়ে গেছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম জানান, আমি সকালে অফিসে এসে দেখি অফিসের বিভিন্ন আল মিরার ও কক্ষের তালা ভাঙ্গা। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের ◌েএকটি টীম সিসি টিভি ফুটেজ যাচাই করে চোর সনাত্বের কাজ চলছে। তবে কাগজ পত্রের চুরির বিষয়টি গোপন করেন সাব রেজিস্ট্রার।

গাংনী থানার অসি তদন্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন,বিষয়টি জানতে পেরে সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছি। চোর সনাত্বে কাজ করা হচ্ছে।

গাংনীতে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় জয় (২২) নামে এক যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত জয় যুগিন্দা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে একই গ্রামের মোকলেসুর রহমানের ছেলে আলমগীর ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে জয়ের বাকবিতণ্ডা হয়। ওই ঘটনার জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় ধান মাড়াই শেষে বাড়ি ফেরার পথে জয়কে ধারালো দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত জয় অভিযোগ করে বলেন, ধান মাড়াইয়ের মেশিন আনতে মাঠে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তার কাছে থাকা প্রায় ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাহবুবুর রহমান নয়ন জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে হাসপাতালে আনা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজে আসছে না ৭কোটি ২৯ লাখ টাকার সেতু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মধুগাড়ী গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটি চার বছর পেরিয়েও চালু হয়নি।

সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও গাংনী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় এখনো ব্যবহার করতে পারছেন না দুই জেলার হাজারো মানুষ।

এতে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বামন্দী আরএইচডি থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর জিসি ভায়া মধুগাড়ী ঘাট সড়কের মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর ৭৫ মিটার গার্ডার সেতু

নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৭ কোটি ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এবং ২০২৩ সালের মার্চে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রকল্পটির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স কহিনুর অ্যান্ড কফিল এন্টারপ্রাইজ।

তবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর অংশে সংযোগ সড়কের কাজ সম্পন্ন হলেও গাংনীর বেতবাড়ীয়া অংশে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে এখনো সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেতুটি কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সংযোগ সড়ক না থাকায় গাংনী ও দৌলতপুর উপজেলার মানুষকে প্রায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় ও খরচ বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে দুর্ভোগও।

পথচারী মনিরুল ইসলাম বলেন, “ব্রিজ হয়েছে কিন্তু রাস্তা হয়নি। রোগীদের হাসপাতালে নিতে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য বাজারে নিতে পারছি না। চাষিদের ফসল আনা-নেওয়ায় অনেক কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা হলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে।”

দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া গ্রামের শমশের আলী বলেন, “ফসল নিয়ে ব্রিজে উঠতে খুব কষ্ট হয়। ভ্যান ঠেলে তুলতে ৫-৬ জন লাগে। অতিরিক্ত কষ্টের কারণে এখন ভ্যানও চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।”

কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “দৌলতপুর অংশের কাজ শেষ হলেও বেতবাড়ীয়া অংশের সংযোগ সড়ক হয়নি। জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সেতুটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানাই।”

দৌলতপুরের মধুগাড়ী গ্রামের জহিরা খাতুন বলেন, “ব্রিজে ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হয়। আত্মীয় বাড়িতে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা ঠিক হলে আমাদের কষ্ট কমবে।”

জমির মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম বলেন, “জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমরা দিয়েছি। জমির ন্যায্য মূল্য পেলেই হবে। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ হোক এবং মানুষের দুর্ভোগ কমুক।”

এ বিষয়ে গাংনী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামান বলেন, “সেতুর কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ৮ দাগে ৪৯ শতক জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।”

গাংনীতে লিচুর বাম্পার ফলন, ভালো দামে খুশি চাষি ও বাগান মালিকরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও নিয়মিত পরিচর্যার ফলে গাছভর্তি ঝুলছে রসালো লিচু। ফলনের পাশাপাশি বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি বাগান মালিক ও লিচু চাষিরা।

বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী (আটি) লিচু উঠতে শুরু করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে আসবে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাংনীর লিচুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, এ বছর উপজেলায় ১২৫ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়েছে। আবহাওয়াজনিত কারণে এবার লিচু কিছুটা আগেভাগেই পরিপক্ব হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী বা আটি লিচু পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু বাজারে আসবে। এ বছর লিচুর উৎপাদন ভালো হয়েছে বলে আমরা আশা করছি।

তিনি আরও জানান, লিচু সারা বছরব্যাপী পরিচর্যার একটি ফসল। তাই বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন। কৃষি অফিস শুরু থেকেই বাগান মালিকদের কারিগরি পরামর্শ দিয়ে আসছে। বিশেষ করে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত লিচু সংগ্রহের আগ পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান ছিল।

এদিকে বাগান মালিক শাফিক রানা জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও তারা একাধিক লিচু বাগান ক্রয় করেছেন। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর ফলন ও দাম উভয়ই ভালো। গত বছর প্রতি কাউন লিচু ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি হলেও এ বছর তা ২ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকায় পাইকারি বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম হওয়ায় লাভের আশা করছেন তারা।

লিচু চাষি শরিফুল ইসলাম জানান, তার দুটি লিচু বাগান রয়েছে একটি প্রায় ৪ বিঘা এবং অন্যটি প্রায় ২ বিঘা জমিতে। এ বছর একটি বাগান ২ লাখ ২০ হাজার টাকায় এবং অন্যটি ৮৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। গত বছর একই বাগান দুটি মাত্র ১ লাখ ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। তিনি বলেন, এ বছর ফলন ভালো হয়েছে এবং বাজারেও ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। এতে আমরা সন্তুষ্ট।

লিচু ব্যবসায়ী হৃদয় খান জানান, এ বছর মেহেরপুরের লিচু বরিশাল, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হচ্ছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় চাহিদাও বেশি। ফলে ব্যবসায়ীরা ভালো বেচাকেনার আশা করছেন।

লিচুর মৌসুম ঘিরে গাংনীর বিভিন্ন বাজার ও সড়কের পাশে জমে উঠেছে বেচাকেনা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে পাইকারি ও খুচরা বিক্রি। ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা সরগরম হয়ে উঠেছে।

কোরবানির জন্য মেহেরপুরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ‘কালু’

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘কালু’ নামের বিশাল আকৃতির একটি ষাঁড়। প্রায় ১ হাজার ৪০০ কেজি ওজনের গরুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ।

গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী জহুরুল ইসলামের বাড়িতে থাকা পাকিস্তানি শাহিওয়াল জাতের এ ষাঁড়টি দেখতে আশপাশের জেলা থেকেও মানুষ ছুটে আসছেন।

তবে পরিবারের দাবি, ষাঁড়টিকে সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেছেন জহুরুল ইসলামের স্ত্রী হোসনেয়ারা খাতুন। কালো ও হালকা লাল রঙের মিশেলে গড়া শক্তপোক্ত গঠনের গরুটি সহজেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে।

হোসনেয়ারা খাতুন জানান, আড়াই বছর ধরে পরিবারের সদস্যের মতো করেই ‘কালু’কে বড় করা হয়েছে। কোনো ধরনের ইনজেকশন বা কৃত্রিম পদ্ধতি ছাড়াই ঘাস, তুষ, চালের গুঁড়া, খৈল ও গুড় খাইয়ে লালন-পালন করা হয়েছে। বর্তমানে গরুটির পেছনে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা খরচ হয়।

তিনি আরও জানান, গরুটির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৭ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে ৬ ফুট। অনেক ক্রেতা এসে গরুটি দেখে গেলেও এখনো কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত দাম না পেলে কালুকে ঢাকার পশুর হাটে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবেশী আতিয়ার রহমান বলেন, “হোসনেয়ারা খুব পরিশ্রমী নারী। তার স্বামী বিদেশে থাকলেও বাড়িতে বর্তমানে ১১টি গরু রয়েছে, যা তিনি নিজেই লালন-পালন করেন। তবে সবগুলোর মধ্যে কালু সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয়।”

জহুরুল ইসলামের ভাই শাহাজান আলী বলেন, “আমরা মালয়েশিয়া থেকে ঈদ করতে বাড়িতে এসেছি। বড় ভাবি আড়াই বছর ধরে কালুকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করেছেন। তিনি নিজ হাতে খাওয়ানো, গোসল করানো এমনকি গরমে হাতপাখা দিয়ে বাতাসও করেন। এই ভালোবাসার মূল্য টাকা দিয়ে বিচার করা যাবে না।”

আরেক প্রতিবেশী হাফিজ আলী বলেন, “আমাদের এলাকায় কালুর মতো এত বড় ষাঁড় আর নেই। স্থানীয়ভাবে বড় গরুর চাহিদা কম হওয়ায় ভালো দাম পাওয়া নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। এজন্য কালুকে ঢাকার হাটে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।”

জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যমতে, মেহেরপুর জেলায় ছোট-বড় প্রায় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর কোরবানির জন্য জেলায় প্রস্তুত রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু।

এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ ৪ হাজার ৮৪৪টি, গাভি ৮ হাজার ৫০৯টি, মহিষ ৪৮২টি, ছাগল ১ লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া ২ হাজার ৭২০টি।